সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

রাজা। রাণী আজ আমাকে চোখে দেখ্‌তে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখ্‌বেন ?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজ্‌বে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে, সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। সে লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে ? সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁদা লাগ্‌বে না?

রাজা। রাণীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিষ হাজার হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে ? তুমি আমার তেমন রাজা নও ! রাণী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আস্‌তে হবে।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
আজি হৃদয় মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়,
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস্‌নারে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায় !
তোরা শুনিস্‌ কানে বারতা আনে দখিন বায় !

আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিছ বুঝি পাগল প্রায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়!